বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র

অধ্যায় ঃ সমন্বয় সাধন

মডেল প্রশ্ন-০১

মিঃ রকি, "ইতি ইন্ডাষ্ট্রিজের" মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন করেন ও সবার সাথে সমন্বয়ে উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্নদের বা স্তরের কর্মীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সংগঠনের সকল কাজের মাসে সুন্দর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন সহজ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ, উপবিভাগ বা শাখা পর্যায়ে সকল কাজগুলোকে এমন ভাবে বন্টিত করলেন যাতে প্রত্যেকের কাজের সাথে প্রত্যেকের কাজের সমতা বিধান হয়। ফলশ্রুতিতে বছরান্তে "ইতি ইন্ডাষ্ট্রিজে" লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে আরো অধিক মান সম্পন্ন উৎপাদন সম্ভব হয়।

ক) বাহ্যিক সমন্বয় কী? ১

খ) সমন্বয় সাধন একটি অবিরাম প্রক্রিয়া-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মি: রকি "ইতি ইন্ডাষ্ট্রিজে" কোন ধরনের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) লক্ষ মাত্রার চেয়ে অধিক মানসম্পন্ন উৎপাদনে মি: রকির সমন্বয় সাধনের যে নীতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সেটির ভূমিকা প্রবিধানযোগ্য"উদ্দীপকের আলোকেবিশ্লেষণ কর। ৪

মডেল উত্তর-০১

১নং প্রঃউঃ (ক)

বাহ্যিক সমন্বয় ঃ- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের কোন বিভাগ বা কর্মীর কাজের সাথে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাজের সমবন্বয় করা হলে তাকে বাহ্যিক সমন্বয় বলা হয়।

১নং প্রঃউঃ (খ)

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগ ও ব্যক্তিক প্রচেষ্ঠাকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠাকে ঐক্যবদ্ধ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য তৈরি করার কাজকে সমন্বয় সাধন বলে।

আর প্রতিষ্ঠানের সব কাজে সমন্বয় সাধন পর্যায়ক্রমে ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে কার্যকর থাকতে হয়। তাই সমন্বয় সাধনকে অবিরাম বা নিরবিচ্ছিন্নভাবে কার্যকর থাকতে হয়। তাই সমন্বয় সাধনকে অবিরাম বা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলা হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগ,উপরিভাগ ও শাখাগুলোর মধ্যে অন্তসম্পর্ক সৃষ্টি ও বজায় রাখা এবং অবিরত চলমান কার্যক্রমই সমন্বয় সাধন।

তাই সমন্বয় সাধনকে অবিরাম প্রক্রিয়া বলা হয়।

১নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে মি: রকি "ইতি ইন্ডাষ্ট্রিজে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন বিভাগ উপরিভাগ ও শাখা বিভাগ এবং কর্মীদের মধ্যে যে সমন্বয় করা হয় তাকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন বলে। সাধারণত এই ধরনের সমন্বয় সাধন প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দৃশ্যমান।

এই প্যারায়-----উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উপস্থাপন করে তা যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন বা বুঝিয়ে লিখবে।

এই প্যারায়ঃ------- উপসংহার বাক্য লিখবে।

১নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক মানসম্পন্ন উৎপাদনে মি: রকি সমন্বয় সাধনের ভারসাম্য নীতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ ও উপরিভাগ বা শাখা পর্যায়ে বন্টিত কাজের মধ্যে সমতা বজায় রাখার নীতিই হলো ভারসাম্য নীতি, এতে সমন্বয় সাধন সহজ য় এবং কেউ এগিয়ে বা পিছিয়ে না থেকে সবাই সমান গতিতে অগ্রসর হয়।

এই প্যারায়--- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশটি উদৃত করে ভারসাম্য নীতির ব্যাখ্যা লিখবে।

এই প্যারায়--- ভারসাম্য নীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করবে।

এই প্যারায়--- পরিশেষে বাক্য দিয়ে সমাপ্তি টানবে।

মডেল প্রশ্ন-০২

জনাব শিবু দিনা লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপকের পদে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি প্রত্যেক কাজ ও বিভাগের সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের অংশ হিসেবে সংগঠন কাঠামোকে ফেলে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে সকল কাজকে সহজ,সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে কার্যবিভাজন ও দায়িত্ব-কতৃত্ব নিরূপণ ও বন্টন করে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করে দেন। ফলে কাজের মধ্যে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। তাঁর সংস্কার কার্যক্রম আরো বেশি ফলদায়ক হওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিভাগের কাজের মধ্যে ভারসাম্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। ফলশ্রুতিতে কর্মীদের মধ্যে আস্থা ও মনোবল বৃদ্ধি পেয়ে অনুকুল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়। যা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যঅর্জনকে সহজ করে দেয়।

ক) কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর কী? ১

খ) স্বেচ্ছামূলক সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতানৈক্য দূর হয়-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মহাব্যবস্থাপক জনাব শিবু যোগদান করে দিনা লিমিটেড কোন ধরনের কার্যকর সমন্বয়ের পূর্বশর্তের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়েছেন-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) "দিনা লিমিটেড" ব্যক্তি ও বিভাগের মধ্যে ভারসাম্যতা বজায় রাখার চেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনকে সহজ করেছে। তুমি কী একমত? উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ ক

কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর ঃ- একজন তত্ত্বাবধায়ক সর্বোচ্চ মত সংখ্যক কর্মীকে সুষ্ঠু,সুন্দর ও সহজভাবে তদারকি করতে পারেন, তাকে কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর বলে।

২নং প্রঃ উঃ খ

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভাগ ও উপরিভাগের কাজের কাজে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে একের সাথে অন্যের সমন্বয় সাধনের রীতি গড়ে উঠলে তাকে স্বেচ্ছামূলক সমন্বয় বলে।

কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের কর্মী স্ববিভাগের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। ফলপ্রদ স্বেচ্ছামূলক সমন্বয় ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে বিভিন্ন স্তরের কর্মী বা বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে কার্যক্ষেত্রে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা সুদৃঢ় হয়।

২নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে জনাব শিবু দিনা লিমিটেডে যোগদান করে কার্যকর সমন্বয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে সহজ সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়েছেন।

সংগঠন কাঠামো সুস্পষ্ট ,সুনির্দিষ্ট এবং সবার কাছে সহজে বোধগম্য হলে তাকে সহজ সংগঠন বলে। সংগঠন কাঠামো যত সহজ হয় সমন্বয় কার্য ও তত সহজসাধ্য হয়ে থাকে।

এই প্যারায় ঃ----- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উপস্থাপন করে তা যে কার্যকর পূর্বশর্তের সহজ সংগঠন তা বুঝিয়ে লিখবে।

এই প্যারায় ঃ--- উপসংহার হিসেবে একটি বাক্য লিখবে।

২নং প্রঃ উঃ ঘ

হ্যাঁ উল্লেখিত উক্তিটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগের কাজের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সুষ্ঠু সাম্য এবং সামঞ্জস্যতা বিধানই ভারসাম্যতা বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপায় ও উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় না থাকলে কর্মীদের কাজে অসামঞ্জতা দেখা দেয়। যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অর্জনকে ব্যাহত করে।

এই প্যারায় ঃ--- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে ভারসাম্যতার সৃষ্টির লক্ষ্যে জনাব শিবুর গৃহীত ব্যবস্থার অংশটি উপস্থাপন করবে।

এই প্যারায় ঃ--- দিনা লিমিটেডে জনাব শিবুর ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের ফলে প্রতিষ্ঠানে কি কি ভালো পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে লিখবে যা লক্ষ্যাজনকে সহজ করেছে।

এই প্যারায় ঃ--- পরি সমাপ্তি বাক্য লিখবে।

অধ্যায় :- নিয়ন্ত্রণ

মডেল প্রশ্ন-০৩(১)

বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে মিঃ তনু তার প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার শেষ ধাপ নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর ব্যবস্থার নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। তাই তিনি ধারাবাহিকভাবে সব সময় সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি চালু রাখার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য অনেক কার্যক্রম হাতে নেয়ার পাশাপাশি তিনি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত লক্ষ্যের সাথে সবসময় অর্জিত মাসের তুলনা নির্ধারণ পূর্বক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন,সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠানে কখনো লক্ষ্যাজন ব্যাহত হয়না।

ক) কালান্তিক কাজ কী? ১

খ) নিয়ন্ত্রণকে ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজ বর্ণনা হয় কেন?-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মিঃ তপু প্রথমে নিয়ন্ত্রনের কোন বৈশিষ্ট্যটি চালু করার ব্যবস্থা করেন-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) মিঃ তপুর প্রতিষ্ঠানে কখনো লক্ষ্যার্জন ব্যাহত না হওয়ার জন্য সবসময় বিচ্যুতি নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অনেকাংশে ভূমিকা রেখেছে" উক্তিটি বিশ্লেষণ পূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রঃ উঃ ক

কালান্তিক কাজ ঃ নির্দিষ্ট সময় পরে যে কাজ প্রতিনিয়ত করা হয় তাকে কালান্তিক কাজ বলে।

৩নং প্রঃ উঃ খ

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ সম্পাদিত ও হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই করে নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন কার্যক্রমকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ ধাপ হিসেবে এই কাজটিকে মৌলিক ব্যবস্থাপকীয় কাজও বলা হয়। কারণ এটা একটি তদারকি কাজ যা পরিকল্পনার ইঙ্গিতবাহী এবং ব্যবস্থাপনার সকল মৌলিক কাজের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ অন্যতম।

তাই নিয়ন্ত্রণকে ব্যবস্থাপনা অন্যতম মৌলিক কাজ বলা হয়।

৩নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে মিঃ তনু তাঁর প্রতিষ্ঠানে প্রথমে নিয়ন্ত্রণের অবিরাম প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্যটি চালু করার ব্যবস্থা করেন।

যে প্রক্রিয়ায় একবার চালু হওয়ার পর কাজের সাথে মিল রেখে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহতি প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে তাকে অবিররাম প্রক্রিয়া বলে। এটি এমন একটি নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যে ইহা সংগঠনের জীবদ্দশায় কখনো শেষ হয় না।

এই প্যারায় ঃ--- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশটি উদৃত করে অবিরাম প্রক্রিয়ার বর্ণনাটি লিখবে।

এই প্যারায় ঃ--- উপসংহার হিসেবে একটি সমাপ্তি বাক্য লিখবে।

৩নং প্রঃ উঃ ঘ

মিঃ তপুর প্রতিষ্ঠানের সবসময় বিচ্যুতি নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পলে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন কখনো ব্যহত হয়নি উক্তিটি যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থার প্রতিফলন।

সাধারণত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় আদর্শমানের সাথে সম্পাদিত কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকলে, তাকে বিচ্যুতি বলা হয়। এরূপ বিচ্যুতি নিরূপণ ও যথাযথ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা সহজে প্রাতিষ্ঠানিক ও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

এই প্যারায় ঃ--- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে মিঃ তনুর নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বিবেচনায় গৃহীত কার্যক্রমে অংশটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করবে।

এই প্যারায় ঃ--- মিঃ তপুর গৃহীত এই সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে বিচ্যুতি নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান যে যেভাবে উপকৃত হয় তা বিশ্লেষণ করে লিখবে যা লক্ষ্যপূরণে সার্বিক ভাবে সহায়ক।

এই প্যারায় ঃ--- উপসংহার হিসেবে পরিসমাপ্তি বাক্য লিখতে শেষ করবে।

মডেল প্রশ্ন-০৪

নিপুর গামেন্টসে সর্বোচ্চ কম খরচে ও কম সময়ে এবং কম অপচয় করে কার্যক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যেখানে নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ যথায়থভাবে প্রয়োগের অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট সময় শেষে বাস্তবে কতটুকু কাজ সম্পাদিত হয় তা পরিমাপ করাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় বিচার বিশ্লেষণের করা হয়। ফলে সহজে প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠে। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচ সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

ক) আদর্শমান কী? ১

খ) সরলতারনীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে নিপুন গার্মেন্টেসে নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ এর কোন ধাপ এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উৎপাদন খরচ সীমিত রাখতে নিপুন গার্মেন্টসের গৃহীত নীতিটি অধিক কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে-বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রঃ উঃ ক

আদর্শ মানঃ- আদর্শ মান বলতে একটি কাজ কতটুকু গুণ,মান,পরিমাণ,আয়,ব্যয় ইত্যাদির মানদন্ডের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করাকে বুঝায়।

৪নং প্রঃ উঃ খ

পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি সহজে অনুধাবনযোগ্য ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহজেই প্রয়োগযোগ্য হলে তাকে নিয়ন্ত্রণের সরলতার নীতি বলে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্যই সহজ ও বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। যাতে কর্মীরা সহজে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সহজে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সহজ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাবাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক।

অর্থাৎ সরলতার নীতির ফলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কর্মীদের কাছে সহজে গ্রহণযোগত্যতা পায়।

৪নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে নিুপন গার্মেন্টেসে নিয়ন্ত্রনের ধারাবাহিক পদক্ষেপের দ্বিতীয় ধাপ কার্যফল কাজ প্রকৃতপক্ষে কতটা হয়েছে নির্দিষ্ট সময় শেষে তার পরিমাপকে কার্যফল পরিমাণ বলে। অর্থাৎ কতটুকু কাজ প্রকৃতপক্ষ সম্পাদিত হয়েছে তা পরিমাপ করা বা প্রকৃত আয়-ব্যয় কী হয়েছে তা নিরূপণ করা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ।

এই প্যারায় ঃ---- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে কার্যফল পরিমাপের বিষয়ে উদৃতি তুলে ধরবে।

এই প্যারায় ঃ--- উপসংহার হিসেবে একটি সমাপ্তিসূচক বাক্য লিখবে।

৪নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে উৎপাদন খরচ সীমিত রাখতে নিপুন গার্মেন্টসের গৃহীত মিতব্যয়িতার নীতি হলো, সর্বোচ্চ কম খরচ বা ব্যয়ে কার্যক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ সার্বিক কার্যক্রমে অর্থ ও সময়কে সর্বাধিক কম করার প্রচেষ্টা। যার ফলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজ ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ হয়।

এই প্যারায় ঃ--- উদ্দীপকের বর্ণনাংশ থেকে মিতব্যয়িতার বিষয়টি স্পষ্ট করে উদৃত করবে।

এই প্যারায় ঃ--- মিতব্যয়িতার নীতি প্রয়োগে উৎপাদন খরচ সীমিত রাখার বিষয়টি গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে লিখবে।

এই প্যারায় ঃ--- সমাপ্তি বাক্য লিখবে।

মডেল প্রশ্ন-০৫(৩)

জনাব শুভ প্রীতি ইন্ডাষ্ট্রিজ এ যোগদান করে লক্ষ্য করলেন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে অধীনস্তদের কাজের খোঁজ খবর নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ভূল ত্রুটি পেলে তা সংশোধনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু তাতে বিগত বছর গুলোতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি। জনাব শুভ প্রতিষ্ঠানের সবকিছু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে কার্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপনের উপর জোড় দিলেন। যেখানে তিনি সময় নিরীক্ষার আওতায় প্রতিটা কাজের জন্য কতটা সময় প্রয়োজন এবং কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হবে তা রেখাচিত্রে উপস্থাপন করেন। এখন কোন কাজ ঠিক সময়ে হয়নি তা সহজে বুঝা যায় এবং তার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা যন্ত্রপাতি সহজে সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হয়। ফলশ্রুতিতে বছরান্তে প্রীতি ইন্ডাষ্ট্রিজে আগের চেয়ে মান ও গুণ সম্পন্ন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা সহজে অর্জিত হয়।

ক) বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কী? ১

খ) সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বিক্রয় ও মুনাফার সম্পর্ক নির্দেশে ভূমিকা রাখে-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে প্রীতি ইন্ডাষ্ট্রিজে প্রথমে কোন ধরণের নিয়ন্ত্রণ কৌশল ব্যবস্থার প্রয়োগ ছিলো-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) জনাব শুভ কর্তৃক প্রয়োগকৃত নিয়ন্ত্রণ কৌশলটির কারণে প্রীতি ইন্ডাষ্ট্রিজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হয়েছে-মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রঃ উঃ ক

বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ- বাজেটের সাথে অর্জিত ফলাফলের তুলনা করে ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয় এবং সংশোধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

৫নং প্রঃ উঃ খ

যে বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হয় তাকে সমচ্ছেদ বিন্দু বলে।

অর্থাৎ উৎপাদন ও বিক্রয় যদি এই বিন্দুর নীচে যায় তবে ক্ষতি হয় এবং বিন্দুর উপরে গেলে মুনাফা অর্জিত হয়। তাই এই বিন্দুর উপরে বিক্রয়ের পরিমাণ যত বাড়ে প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ ও আবৃদ্ধি পায়।

ফলশ্রুতি যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বিক্রয় ও মুনাফার চিত্র সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজে অনুমেয় হয়।

৫নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে প্রীতি ইন্ডাষ্টিজে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োগ ছিলো।

সাধারণত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বতন কতৃক অধস্তনদের কাজের খোঁজ খবর নেয়া বা হিসাব পত্রাদি দেখা এবং ত্রুটি পেলে সংশোধনমূলক নির্দেশনা প্রদান করার কৌশলই ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। এই ব্যবস্থায় উধ্বতন কর্মকর্তারা স্বশরীরে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখেন।

এই প্যারায়--- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে জনাব শুভ যোগদান করার সময়ের বর্ণনাটি উপস্থাপন করবে।

এই প্যারায়--- উপসংহার বাক্য লিখবে।

৫নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে জনাব শুভ কর্তৃক প্রয়োগকৃত নিয়ন্ত্রণ কৌশলটি হলো গ্যান্ট চার্ট।

যে চার্টের মাধ্যমে কোন কাজকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি অংশ সম্পাদনের শুরু এবং শেষ সময়ের অন্তসম্পর্ক চার্ট আকারে উপস্থাপিত হয়। তাকে গ্রান্ট চার্ট বলে। এইচ ,এল গ্যান্ট এরূপ চার্ট বা নকশার উদ্ভাবক বলে একে গ্যান্ট চার্ট বলে।

এই প্যারায়---উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে জনাব শুভ এর প্রয়োগকৃত নিয়ন্ত্রণ সেশনের উপস্থাপনটি বিবৃত করবে।

এই প্যারায়--- জনাব শুভ কর্তৃক প্রীতি ইন্ডাষ্ট্রিজে প্রয়োগকৃত নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগের ইতিবাচক দিকগুলো সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে লিখবে।

এই প্যারায়--- পরিসমাপ্তি বাক্য দিয়ে শেষ করবে।